‘প্রতি ফোঁটা রক্ত জনগণকে উজ্জীবিত করবে’

-জনাব মকবুল আহমাদ, ভারপ্রাপ্ত আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

রাজধানীতে অনুষ্ঠিত দোয়ার মাহফিলে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করছেন- ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মকবুল আহমাদ

প্রিয় নেতার শাহাদাতের পর এক দোয়া মাহফিলের বক্তব্যে বলেন, “ফাঁসির মঞ্চের মুখোমুখি হয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর দৃঢ়তা ও আপসহীনতা তাঁকে মর্যাদার উচ্চাসনে অভিষিক্ত করেছে। তার প্রতিফোঁটা রক্ত বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনে নবোদ্যমের সৃষ্টি ও গতিশীলতা দিয়েছে। সরকার তার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কথিত বিচারের নামে প্রহসন করে একজন বরেণ্য জাতীয় নেতা ও খ্যাতিমান আলেমে দ্বীনকে হত্যা করেছে। কিন্তু হত্যা করে ইসলামী আন্দোলন অতীতে নির্মূল করা যায়নি, আর কখনো যাবেও না। সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী-কে হত্যা করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মাওলানা নিজামীকে হত্যা করে যারা জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের সে স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে না। তার প্রতি ফোঁটা রক্ত এ দেশের ইসলামী, গণতন্ত্রমনা ও শান্তিপ্রিয় জনগণকে উজ্জীবিত করবে, ইনশাআল্লাহ।”

“শহীদের রক্তের বিনিময়েই আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন”

– ডা: শফিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

শাহাদাতের প্রতিক্রিয়ায় প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, “দেশের জনগণ এ দেশে ইসলামী সমাজ কায়েম করেই শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না। শহীদের রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ তা’য়ালা তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

“মাওলানা নিজামীর শাহাদাত তরুণ সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রেরণা জোগাবে”

– মু: আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

শাহাদাতের পর এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে হত্যা, ইসলামবিদ্বেষী সরকারের ইসলামী আন্দোলনকে নেতৃত্বশূন্য করার নীলনকশারই অংশ।

মাওলানা নিজামীর শাহাদাত তরুণ সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার প্রেরণা জোগাবে। এদেশের সত্যপ্রিয় তরুণ, যুবকগণ ইসলামী বিপ্লবের পথে এ মহান নেতার পথ ধরে অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে এগিয়ে যাবে।

নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে যারা এদেশে ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার স্বপ্ন দেখছে, তাদের সে স্বপ্ন কখনোই পূরণ হবে না। সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে হলেও শহীদ মতিউর রহমান নিজামী (রহ)-এর রেখে যাওয়া দ্বীন বিজয়ের কাজকে সুসম্পন্ন করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাওলানা নিজামীর শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এদেশের তরুণ সমাজ নিজেদেরকে দ্বীন বিজয়ের উপযোগী দক্ষ কারিগররূপে গড়ে তুলে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করবে ইনশাআল্লাহ। আর সেটাই হবে এ ষড়যন্ত্রের উত্তম প্রতিশোধ।"

শাহাদাতের পর এলাকাবাসীর অভিমত : শহীদ মাওলানা নিজামীর সাথেই পড়াশুনা করতেন মাওলানা আব্দুল হাই বাচ্চু, সাবেক অধ্যক্ষ, পুষ্পপাড়া কামিল মাদ্রাসা। তিনি কান্নাজড়িতকণ্ঠে বলেন, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। ছাত্রজীবনে ৭ বছর আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুত নামাজ পড়তেন, মসজিদে আজান হওয়ার সাথে সাথে জামাতের সাথে নামাজ পড়তেন।

শহীদ নিজামীর বাল্যবন্ধু মনমথপুর গ্রামের আব্দুল বারি খাঁ (৮০)। তিনি বলেন, তিনি কখন উচ্চবাক্যে কথা বলেননি, সহজ সরল মানুষ, রাগ ছিল না। যেসব অভিযোগের ভিত্তিতে হত্যা করা হলো তা আমি বিশ্বাস করি না। একই গ্রামের মো: রইছ উদ্দিন (৮৪) বলেন, নিজামী মাটির মানুষ ছিলেন, সে কারো ক্ষতি করে নাই, ক্ষতি করতেও পারে না। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

চোমরপুর গ্রামের মো: আমিন উদ্দিন (৬৯) বলেন, মতিউর রহমান নিজামী সৎ, চিন্তাশীল, মেধাবী ও সহনশীল মিষ্টিভাষী মানুষ ছিলেন। অল্পতে তুষ্ট থাকতেন, তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আমার বিশ্বাস হয় না।

কোনাবাড়িয়ার মাওলানা সাহাব উদ্দিন (৭২) বলেন, নিজামী সাহেব অত্যন্ত ভদ্র, নরম সৎ ও সুন্দর আচরণের মানুষ ছিল। আমার জীবনে তাকে কোন সন্ত্রাসী বা অন্যায় কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকতে দেখিনি। সে মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, মাওলানা নিজামী, এ দেশের সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক, ইসলামী চিন্তাবিদ। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাকে পাবনাতে কোনদিন দেখা যায়নি, তার নামও শুনা যায়নি। পাবনাবাসী ও পাবনার সকল মুক্তিযোদ্ধা তা জানে। তিনি সাঁথিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স তৈরি করে দেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট হামিদুর রহমান বলেন, আমি ছাত্রজীবন থেকে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তিনি আমার বড় ভাইয়ের সহপাঠী ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ও ছাত্রনেতা ছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তাকে কোনদিন

সাঁথিয়া পাবনা দেখিনি। যুদ্ধের পরে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সাজানো।

সাঁথিয়ার বিষনু রানী বলেন, নিজামী সাহেব প্রকৃত পক্ষে ভাল মানুষ ছিল, যুদ্ধের সময় সে কারো কোন ক্ষতি করে নাই এবং সে রাজাকার ছিল না।

সুভাস চন্দ্র শীল (৬৫) বলেন, মতিউর রহমান নিজামীকে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ চিনি। ব্যক্তি হিসেবে ভাল মানুষ ছিলেন।

সাঁথিয়ানিবাসী সাংবাদিক নেতা এম এ আজিজ, সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে বলেন, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাঁথিয়া থানার মধ্যে কাউকে হত্যা, নির্যাতন করেছেন অথবা অগ্নিসংযোগ করেছেন, এমন চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া যাবে না। এলাকায় তিনি একজন সজ্জন, সৎ, শিক্ষিত পরোপকারী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

মাওলানা নিজামীর শিক্ষকের অভিমত :

মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, আমীর, খেলাফত মজলিশ।

সাঁথিয়ার বোয়ালমারী দাখিল মাদ্রাসায় যখন পড়ে তখন থেকে আমি মাওলানা নিজামীকে চিনি। শিবপুর ত্বহা ফাজিল মাদ্রাসায় ১৯৫৭ সালে আলিম ১ম বর্ষে ভর্তি হয়। ৫৭, ৫৮, ৫৯ এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই মাদ্রাসায় আমার কাছে তিনি অধ্যয়ন করেন। তিনি আমার আস্থাভাজন ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ সালে পাবনা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ ছিলাম। এই ৯ মাসে মাওলানা নিজামী সাহেবকে পাবনায় আসতে আমি দেখিনি।

মন্ত্রী হওয়ার পরের কথা, আমি একবার অসুস্থ হয়ে পরি, তা উনি জানতে পারলে, তার গাড়িটা আমার জন্য পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে এসে হাসপাতালে আমাকে দেখে যায়।

৮৪ বছর বয়সে আমার ছাত্রের কাছে থেকে আমি একটি কথা শিখলাম, "আল্লাহ ছাড়া আমি কারো কাছে মাথা নত করবো না।"

দেশের শীর্ষ ওলামা-মাশায়েখদের অভিমতঃ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, স্থায়ী সদস্য, রাবেতা আলম আল ইসলাম, সভাপতি, সম্মিলিত ওলামা-মাশায়েখ পরিষদ, সিনিয়র সহসভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, সম্পাদক, মাসিক মদীনা।

মাওলানা নিজামীর শাহাদাতের পর গোটা বিশ্ব প্রতিবাদ করছে, তখন হাসপাতালে তার শয্যা পাশে বিশ্বখ্যাত আলেম জাস্টিস ত্বকী ওসমানীর শহীদ নিজামীকে হত্যার নিন্দা জানিয়ে দেয়া টুইট বার্তা পড়া হচ্ছিল, তখন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান চোখের পানি ফেলে বললেন, আহ! উনার মতো একজন বিশ্ববরেণ্য আলেমকে খুন করে ফেললো!

হাফেজ মাওলানা আতাউল্লাহ ইবনে হাফেজ্জী হুজুর, আমীরে শরিয়াত, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, নায়েবে আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

আমার আব্বার ইন্তেকালের পরে সর্বপ্রথম মাওলানা নিজামীকে দেখি (১৯৮৭ সালে)। তিনি জামেয়া সুফিয়া এ সময় আগমন করেন এবং "ইসলামী রাজনীতি" সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমার আব্বা যে একজন ইসলামী রাজনীতির সিপাহসালার ছিলেন বাংলার জমিনে সে রাজনীতির বদ্ধদুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়ে যান মাওলানা নিজামী। এ জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর ফাঁসিতে আমরা গভীর শোক ও সমবেদনা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শাহাদাতের মাকাম লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী, চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্যজোট।

১৯৬২ সালে আলেম পরীক্ষার্থীদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। তখন আমি নরসিংদী জেলার বুনিয়াদি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র। আলিম পরীক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় অবস্থানকালে হোসনি দালান এলাকায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৯ সালে বিএনপি, জাপা, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের সমন্বয়ে চারদলীয় জোট গঠিত হলে একত্রে কাজ করার আরো সুযোগ ঘটে।

মাওলানা নিজামীর সাথে পরিচয়ের সুবাদে তাঁর সাথে উঠা-বসার সুযোগ ঘটে। কিন্তু কোনদিন মনোমালিন্য হয়নি। তিনি ছিলেন অমায়িক সদালাপী ও সজ্জন ব্যক্তিত্ব।

মাওলানা জয়নুল আবেদিন, অধ্যক্ষ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একজন বিচক্ষণ আলেমে দ্বীন, বিনয়ী, নম্র-ভদ্র, সদালাপী ও উদার মনের অধিকারী ছিলেন। সর্বশ্রেণীর আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখসহ সকল মহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অতুলনীয়। মন্ত্রী থাকা অবস্থায়ও দেশের শীর্ষ আলেমদেরকে তিনি নিজ হাতে আপ্যায়ন করিয়ে তৃপ্তি অনুভব করতেন। বিশ্ববিখ্যাত বরেণ্য এ আলেমে দ্বীন ও সাবেক সফল এই মন্ত্রীকে যে আইনে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে তা সারা বিশ্বে প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি সারা জীবন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সমাজসেবায় ছিলেন সদা সোচ্চার। তাঁর মত নিষ্কলুষ, স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বকে ফাঁসি দেয়া দুর্ভাগ্যজনক। ঈমানী অগ্নিপরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে সর্বস্তরের ঈমানদারদের ঈমানী শক্তি জোগাবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে উচ্চমর্যাদা দান করুন।

মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, মহাসচিব, সম্মিলিত ইসলামী দলসমূহ, যুগ্ম মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

নির্ভীক কলমসৈনিক মাওলানা মহিউদ্দীন খান (দা.বা)-এর নেতৃত্বে সিরাত কমিটির আয়োজনে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের হল রুমে সিরাত সম্মেলনে ঘোষক আমার অজ্ঞাতসারেই আমার নাম ঘোষণা করলেন। কিন্তু আমি অপ্রস্তুত, আমার বক্তব্য রাখতে হবে-এটার ধারণাও ছিল না। যাক ঘোষণার প্রতি সম্মান রক্ষার্থে দাঁড়ালাম এবং মঞ্চে উপস্থিত মাওলানা নিজামী সাহেবকে দেখলাম। তাই আমি কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ব্যাস মাওলানা সুলতান জওক সাহেবের বক্তৃতার সূত্র ধরে আমি আমার বক্তৃতার ঘোড়া চালালাম, মুসলিম ঐক্যের

অন্তরায় জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করে মাওলানা নিজামী সাহেবের কড়া সমালোচনা করলাম। কিন্তু তিনি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিলেন না। অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় নিজেকে ছাত্র এবং ওলামায়ে কেরামকে উস্তাদতূল্য ঘোষণা দিয়ে তাঁকে ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

এতে আমি অবাক হয়ে যাই, তিনি যে কত মহান, উদার, সভ্য, ভদ্র, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর কথার ওজন ও কুরআন-হাদিসের রেফারেন্স শুনে থ হয়ে যাই। বুঝলাম, যা ভাবি, তিনি তা নন।

আবু তাহের জিহাদী, আমীর, ইসলামী কানুন বাস্তবায়ন কমিটি, মুহতামিম, জামেয়া ইমদাদিয়া, ঢাকা।

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অত্যন্ত জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববরেণ্য নেতা ছিলেন। তাঁর এই শাহাদাতে ইসলামী আন্দোলন স্তিমিত হবে বলে আমি মনে করি না। বরং ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তা যুগ-যুগ ধরে সর্বস্তরের ঈমানদারকে শক্তি জোগাবে।

মাওলানা মুহিউদ্দীন রাব্বানী, সভাপতি, বাংলাদেশ আইম্মাহ পরিষদ।

আবহমান কাল থেকেই প্রতি যুগে কিছু কিছু এমন ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে, যাদের দ্বারা কাপুরুষ জাতির হীনমনে প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি এক সাহসী রাজনৈতিক কান্ডারি ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ)। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। মজলুম ও নির্যাতিত-অত্যাচারিতদের পক্ষে জালেমের বিরুদ্ধে আপসহীন।

মাওলানা আরিফ বিল্লাহ সিদ্দিকী, ছোট পীর, শর্ষীনা দরবার শরীফ।

শহীদ মাওলানা নিজামী (রহ) ছিলেন বর্তমান প্রজন্মের মুসলিম মিল্লাতের আদর্শবান ত্যাগী নেতৃত্বের অধিকারী বিপ্লবী নেতা। একজন আদর্শ নেতার চরিত্রের মাঝে যে গুণাবলি বিরাজমান থাকা দরকার আমরা তা পেয়েছি হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রতিটি পর্যায়ে। আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, রাজনীতিজীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র পেয়েছি রাসূলে পাকের আদর্শের নমুনা।

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সাঈদ আনসারী, পীর সাহেব, টেকেরহাট, মাদারীপুর।

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একজন নিবেদিতপ্রাণ অকুতোভয় সিপাহসালারের নাম। তিনি ছিলেন বর্তমান মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাকওয়া ও পরহেজগারির উৎকৃষ্ট নমুনা সংবলিত একজন অনুসরণযোগ্য বহু গুণে গুণান্বিত মানুষ। তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্ব একজন কল্যাণকামী চিন্তাবিদকে হারালো আর সেই সাথে আমাদের আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটলো।

বিক্ষুব্ধ জনতা রাজপথেঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার প্রতিবাদে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ করেছে দেশের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা। এ ছাড়াও দেশব্যাপী সর্বাত্মক

রায় কার্যকরের প্রতিবাদে ঘোষিত হরতালের সমর্থনে রাজধানীতে মিছিল

হরতাল পালনসহ দেশের আনাচে কানাচে জনগণ উত্তাল প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকারের পেটুয়া বাহিনীর সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে ছাত্র-জনতা শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে। একই সাথে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, মসজিদ-মাদরাসা ও এতিমখানায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য নারী-পুরুষ

রায় কার্যকরের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ

ব্যক্তিগতভাবে নফল সালাত, সাওম ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর দরবারে শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম কামনা করেন ও অত্যাচারী জালিম শাসকের বিরুদ্ধে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে ফরিয়াদ জানান।